দৈনিক সংবাদ

তারিখ 15 FEB 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

050

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত কেন ?

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণী পেয়ে পাস করছে। যে কারণে তারা বিসিএসসহ অন্যান্য চাকরির ক্ষেত্রে দরখাস্ত পর্যন্ত করতে পারে না। অপরদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩য় শ্রেণী পেয়ে পাস করা ছাত্র-ছাত্রীরা যে সকল কোর্সে ৪৫% এর নিম্নে নম্বর পায় সে সকল কোর্সে পুনরায় মান উন্নয়ন হিসাবে, পরীক্ষা দিতে পারছে। এতে তাদের কোন সেশন ব্যয়ের ঝকল পোহাতে হয় না। আবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪০% নম্বরপ্রাপ্তদের নিম্নতর দ্বিতীয় শ্রেণী দেয়া হয়। তা সত্ত্বেও সেখানে মান উন্নয়ন পরীক্ষা পদ্ধতি চালু রয়েছে। এই পদ্ধতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রবর্তিত রয়েছে। শুধুমাত্র জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাই উক্ত সুবিধা থেকে বঞ্চিত। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমীপে একান্ত অনুরোধ এখানকার শিক্ষার্থীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার 'মান উন্নয়ন পরীক্ষা প্রথা' অনতিবিলম্বে প্রবর্তন করা হোক।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে মোঃ জয়নাল আবেদীন, পদার্থ বিজ্ঞান।

প্রসঙ্গ ঃ একুশে পদক

প্রফেসর এম,ইউ আহমেদ আর নেই। উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত মনোচিকিৎসা বিজ্ঞানী গত ৩১শে জানুয়ারী প্রয়াত হয়েছেন। রেখে গেছেন আমাদের জন্য মনোজগতের নানা বিচিত্র জটিলতার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ভরপুর প্রচুর কেসহিস্ট্রি সম্বলিত মূল্যবান বইসমূহ।

মনোদৈহিক বিভিন্ন কারণে মানুষের স্বাভাবিক জীবন হয় বিপন্ন, অনেক সুখের সংসার হয় বিনষ্ট। মানসিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তি অবশেষে চরম পরিণতির পথ বেছে নেয়। এমন একটি জটিল মনোদৈহিক চিকিৎসা ও গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন প্রফেসর এম, ইউ, আহমেদ। তাঁর দীর্ঘ ৭৯ বছর জীবনে বহু রোগীর তিনি চিকিৎসা করেছেন তাঁর 'সাইকী ক্লিনিকে'। আজ তিনি নেই। আমরা হারিয়েছি একজন অভিজ্ঞ মনোচিকিৎসককে। সবচেয়ে বড় পাওয়া হলো, তিনি আমাদের জন্য মাতৃভাষায় প্রাঞ্জলভাবে বিভিন্ন বই রচনা করে গেছেন।

তাঁর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি, প্রয়াত মনোবিজ্ঞানী এম, ইউ আহমেদকে ১৯৮৮ সালের একুশে পদক (মরণোত্তর) প্রদান করা হোক।

মাহবুব রায়হান
সাধারণ সম্পাদক,
শহীদ স্মৃতি পাঠাগার,
৮, ইব্রাহীমপুর, ঢাকা ক্যান্ট।